

১৩তম তারাবীহ

১৩তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ হলো কুরআনের ১৬ নম্বর পারা। এ পারা জুড়ে আছে সূরা কাহাফের বাকি অংশ, সূরা মারইয়াম ও সূরা ত্বাহ।

ঘটনাবলি

মুশরিকরা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম ভ্রমণকারী শাসক সম্পর্কে রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করেছিল। তার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ সূরা কাহাফের শেষের দিকে জানান—সেই শাসক ছিলেন যুলকারনাইন। তিনি ছিলেন ঈমানদার, আল্লাহভীরু, প্রাচুর্যের অধিকারী ও পরোপকারী। পৃথিবীর উদয়াচল ও অস্তাচল জয় করে লোকালয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দুই পাহাড়ের মাঝে শিশাঢালা প্রাচীর দিয়ে ইয়াজুজ-মাজুজ নামক বিশেষ এক অত্যাচারী মানবসম্প্রদায়কে অবরুদ্ধ করেন এবং ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচার থেকে সেখানকার জনগোষ্ঠীকে পরিত্রাণ দেন। আল্লামা তাকী উসমানীর ভাষ্যমতে—সমকালীন ঐতিহাসিক ও গবেষকদের অধিকাংশই মনে করেন, যুলকারনাইন ছিলেন ইরানের সম্রাট সাইরাস, যিনি বনী ইসরাইলকে বাবিলের নির্বাসিত জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় ফিলিস্তিনে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ১৮/৮৩-৯৮

যাকারিয়া (আ.) নিঃসন্তান ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে নিজের অসহায়ত্বের কথা উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে সন্তান লাভের দোয়া করেন তিনি। আল্লাহ তাকে ইয়াহইয়া নামক এমন এক সন্তানের সুসংবাদ দেন, যে নামে আগে কোনো মানুষ ছিল না। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী, পবিত্র, আল্লাহভীরু, মা-বাবার অনুগত নিরহংকার মানুষ। ১৯/২-১৫

ঈসা (আ.)-এর মায়ের নামে সূরা মারইয়ামের নামকরণ করা হয়েছে। ঈসা (আ.) ছিলেন পৃথিবীর একমাত্র মানুষ, যিনি বাবা ছাড়া শুধু মায়ের মাধ্যমে অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার মাতৃগর্ভে আগমন, গর্ভাবস্থা, মারইয়ামের কষ্ট লাঘবে কুদরতি ব্যবস্থাপনা, ফেরেশতাদের সাহায্য, জন্মের পর সমাজের মন্দ ধারণা ও কট্টক্টি মোকাবিলা, মাতৃকোলে অলৌকিকভাবে তার দাওয়াতি ভাষণ, খ্রিস্ট সম্প্রদায় কর্তৃক তাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্তকরণ এবং তা খণ্ডনের বিশদ আলোচনা এসেছে সূরা মারইয়ামে। ১৯/১৬-৩৭

ইবরাহীম, মূসা, ইসমাইল ও ইদরীস (আলাইহিমুস সালাম)-এর দাওয়াতি হিন্দু ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। দাওয়াতের কাজে ইবরাহীম (আ.)-এর জীবন বিপন্ন হয়েছে এবং তাকে মাতৃভূমি ছাড়তে হয়েছে। তবু তার দরদী ভাষার দাওয়া নিবেদন অব্যাহত ছিল। ১৯/৪১-৫৭

মূসা (আ.)-এর সংগ্রাম-মুখর জীবন, দাওয়াতি মিশনের চ্যালেঞ্জ দীর্ঘ পরিসরে উঠে এসেছে সূরা ত্বহায়। আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন করতেন বলে মূসা (আ.)-কে কালীমুল্লাহ বলা হয়। তিনি যখন আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে যান, তখন ছামেরি নামের ব্যক্তি বাহুর পূজার উদ্ভাবন ঘটায় এবং বনী ইসরাইলকে শিরকে নিপতিত করে। ঐ শাস্তিস্বরূপ ছামেরিকে ভোগ করতে হয় করুণ পরিণতি। ২০/৯-৯৯

ঈমান-আকীদা

ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব কিয়ামতের বৃহৎ দশটি আলামতের একটি। ঈসা (আ.) কর্তৃক দাঙ্গালের পতনের পর তাদের প্রকাশ ঘটবে। তাদের অত্যাচারে পৃথিবীবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ বিষাক্ত কীট দিয়ে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন। ১৮/৯৮, ৯৯

সন্তান গ্রহণ সৃষ্টিকূলের বৈশিষ্ট্য। মহান স্রষ্টা সন্তানগ্রহণ থেকে পবিত্র। তিনি এমন সৃষ্টীয় বৈশিষ্ট্যের মুখাপেক্ষী নন। কারণ, সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি ‘হও’ বললেই তৈরি হয়ে যায়। ১৯/৩৫

রাসূল (সা.) মানুষ ছিলেন। আর মানুষ মাটির তৈরি, নূরের তৈরি নয়। নূরের তৈরি ফেরেশতাগণ। রাসূলকে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন ঘোষণা করেন, তিনি আমাদের মতো মানুষ। তবে তার কাছে ওহী আসত, সে সূত্রে তিনি রাসূল আর আমরা তার উম্মত। ১৮/১১০

আদেশ

- সালাত আদায় করা এবং যাকাত প্রদান করা।
- মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা। ১৯/৩২
- আক্ষেপের দিন (কিয়ামতের দিন)-এর ব্যাপারে সতর্ক করা। ১৯/৩৯
- আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার ইবাদতে দৃঢ় ও অবিচল থাকা। ১৯/৬৫
- একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। ২০/১৪
- আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য সালাত আদায় করা। ২০/১৪
- নস্র ভাষায় দাওয়াত দেওয়া। ২০/৪৪

- আল্লাহর দেওয়া পবিত্র (হালাল) বস্তু থেকে খাদ্য গ্রহণ করা। ২০/৮১
- কাফিরদের কষ্টদায়ক কথায় ধৈর্য ধারণ করা। ২০/১৩০
- সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা। ২০/১৩০
- পরিবারের লোকদের সালাতের নির্দেশ করা এবং নিজেও তার ওপর অবিচল থাকা। ২০/১৩২

নিষেধ

- শয়তানের ইবাদত না করা। ১৯/৪৪
- আল্লাহর স্মরণে শৈথিল্য না করা। ২০/৪২
- আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় না করা। ২০/৪৬
- আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যারোপ না করা। ২০/৬১
- (রিযিক আহরণ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে) সীমালঙ্ঘন না করা। ২০/৮১
- কাফিরদের ভোগ-বিলাসের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। ২০/১৩১

কিয়ামতের ভয়াবহতা

পুনরুত্থান ও বিচার দিবসের বিশ্বাস মানুষকে প্রকৃত ভালো মানুষ হতে অনুপ্রাণিত করে। সমগ্র কুরআন জুড়েই মহাপ্রলয় এবং কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা রয়েছে। সূরা তুহায় কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠদের পারস্পরিক কানাঘুষা, শিঁজার ফুৎকার এবং পুনরুত্থানের বিবরণ উঠে এসেছে। সেদিন পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধুলোর মতো উড়বে এবং তা সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। মহানিনাদ-পরবর্তী পিনপতন নীরবতা, চিরঞ্জীব মহান সত্তার সম্মুখে সবার অবনত হওয়ার ঈমানজাগানিয়া বর্ণনা উঠে এসেছে এ সূরায়। ২০/১০০-১১১

অসম্ভব ভেবে যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, তাদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, যে সত্তা শূন্য থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার জন্য কি মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করা অসম্ভব! ১৯/৬৬-৬৮

সুসংবাদ ও সতর্কতা

যারা আল্লাহর সাক্ষাতের প্রত্যাশী, তাদেরকে নেক আমল (কুরআন ও সুন্নাহসম্মত কাজ) ও শিরকমুক্ত ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ। ১৮/১১০

যারা আল্লাহর প্রতি কুফুরী করে, কিয়ামতের দিন তাদের মহাদুর্ভাগ ও ক্ষয় হবে। হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মহান আল্লাহ। ১৯/৩৭

যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, তার জীবনকে তিনি সংকীর্ণ করে দেবে। আর হাশরের দিন তাকে অন্ধ করে ওঠাবেন। ২০/১২৪

মাটি থেকে সৃষ্টি, মাটিতেই ফিরে যাওয়া

জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা ভুলিয়ে শয়তান আমাদেরকে পার্থিব জগতের চাকরি ডুবিয়ে রাখে। আমরা যেন সংবিৎ ফিরে পাই, জীবনের বাস্তবতা এবং আল্লাহর নিকট দাঁড়াবার উপলব্ধি যেন জাগ্রত হয়, সেজন্য মহান আল্লাহ বলেন,

مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

অর্থ: মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছে, মাটিতেই ফিরিয়ে আনবো এবং মাটি থেকে (পুনরায়) তোমাদের বের করে (হাশরে) আনবো। ২০/৫৫

কটুকথায় করণীয় ও প্রশান্তি লাভের উপায়

মুশরিকদের অবাস্তব ও কটুকথায় প্রিয় নবী (সা.)-কে ধৈর্যের পাশাপাশি পাঁচ ন. আল্লাহর পবিত্রতা নিবেদনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে মূলত পাঁচ ওয়াস্ত সাল. আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে মন প্রশান্ত হয়। ২০/১৩০

আল্লাহর কুদরত ও গুণাবলি

যদি সমুদ্রের পানিকে কালি বানিয়ে মহান আল্লাহর ইলম, হিকমাহ, গুণাবলি ও কুদরত লেখা হয়, তবে এক সময় কালি শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর ইলম ও গুণাবলি শেষ হবে না। এমনকি দ্বিগুণ কালির ব্যবস্থা করা হলেও আল্লাহর গুণাবলি লিখে শেষ হবে না। ১৮/১০৯

আজকের শিক্ষা

আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করতে হবে বিনম্রভাবে, যদিও লোকটি অহংকর কাফির হয়। ফিরাউনকে দাওয়াত দেওয়ার সময় মূসা ও হারুন (আ.)-কে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা উভয়ে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আল্লাহকে) ভয় করবে'। ২০/৪৪

খিজির (আ.)-এর বিনা পারিশ্রমিকে দেয়াল পুনর্নির্মাণের ঘটনা থেকে আল্লাহর ক্ষমতা ও জনকল্যাণমূলক কাজের শিক্ষা ও প্রেরণা পাওয়া যায়। ১৮/৭৭

সামর্থ্য ও সম্পদের সদ্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ। দুশ্চেষ্টার দমন এবং মানুষের সেবায় নিয়োজিত হওয়া একজন শাসকের নীতি হওয়া উচিত। যেমনটি করেছিলেন বাদশাহ যুলকারনাইন।

আল্লাহ হলেন ‘কাদীর’। তিনি সব করতে সক্ষম। তার রহমত থেকে আশা হারাতে নেই। তিনি বার্ষিক্যে সন্তান দিতে পারেন, আবার পিতা ছাড়াও সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন যাকারিয়া (আ.)-কে তিনি বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দিয়েছেন এবং ঈসা (আ.)-কে বাবা ছাড়া পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ১৯/২-৩৭

আজকের দোয়া

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, আমার বক্ষ খুলে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন। ২০/২৫-২৮

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। ২০/১১৪